أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/٧)

www.motaher21.net

وَءَاتَوُا الزَّكٰوةَ

যাকাত প্রদান করে,

Give Zakat.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২৭৭

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْۚ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

অবশ্যি যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাদের প্রতিদান নিঃসন্দেহে তাদের রবের কাছে আছে এবং তাদের কোন ভয় ও মর্মজ্বালাও নেই।

২৭৭ নং আয়াতের তাফসীর:

মহান আল্লাহ্ দান-সাদাকাহকে বৃদ্ধি করেন

অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ ﴿وَ يُرْبِى الصَّدَقٰتِ﴾ তিনি দানকে বৃদ্ধি করেন।’ সহীহুল বুখারীতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

من تصدق بعدل تمرة مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطِّيبَ وَإِنَّ اللهَ لَيَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّه، حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ

'যে ব্যক্তি তার হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুরও দান করে, মহান আল্লাহ্ তা ডান হাতে গ্রহণ করেন, অতঃপর তিনি তা বর্ধিত করতে থাকেন যেমন তোমরা তোমাদের পশু লালন পালন করে থাকো এবং এমনকি তিনি তার সাওয়াব বড় পাহাড় সমান করে দেন। (সহীহুল বুখারী-১/৪২৬/হা-৭৪৩০, ৩/৩২৬/হা১৪১০, ফাতহুল বারী ৩/৩২৬, ১৩/৪২৬, সহীহ মুসলিম-২/৬৩/৭০২) আর তিনি পবিত্র জিনিস ছাড়া অপবিত্র জিনিস গ্রহণ করেন না। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, একটি খেজুরের পুণ্য উহুদ পাহাড়ের সমান হয়ে থাকে। অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ এক গ্রাস খাবারে উহুদ পাহাড়ের সমান পুণ্য পাওয়া যায়। সুতরাং তোমরা দান খয়রাত করতে থাকো।

অবিশ্বাসী পাপীদেরকে মহান আল্লাহ্ পছন্দ করেন না

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ ﴿وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ﴾ মহান আল্লাহ্ অবিশ্বাসী পাপাচারীদেরকে ভালোবাসেন না। ভাবার্থ এই যে, যারা দান খায়রাত করে না, মহান আল্লাহ্র বেশি দেয়ার প্রতিশ্র "তির ওপর আস্থা রেখে ধৈর্যধারণ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে দুনিয়ায় সম্পদ জমা করতে থাকে, জঘন্য ও শারী 'আত পরিপন্থি উপায়ে উপার্জন করে এবং বাতিল ও অন্যায়ভাবে জনগণের মাল ভক্ষণ করে তারা মহান আল্লাহ্র শত্রু। এই কৃতঘ্ন ও পাপীদের প্রতি মহান আল্লাহ্র দয়া ভালোবাসা নেই।

মহান আল্লাহ্ শোকর আদায়কারীর প্রশংসা করেন

অতঃপর যারা মহান আল্লাহ্র রাবুবিয়াতে ঈমান আনে, তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে, সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে, মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, মহান আল্লাহ্ তাদের প্রশংসা করেছেন। তারা সালাত আদায় করে, যাকাত প্রদান করে এবং গরীব আত্মীয়-স্বজনদের হক আদায় করে। তাদের জন্য কিয়ামত দিবসে মহান আল্লাহ্র কাছে রয়েছে মহা পুরস্কার ও সম্মান এবং তারা অত্যাচারিত হবে না। তাদের কোন ভয় ও চিন্তা থাকবে না। বরং পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাদেরকে সেই দিন বড় বড় পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন।

এই রুকূ' তে মহান আল্লাহ বারবার দুই ধরনের লোকদের তুলনা করেছেন। এক ধরনের লোক হচ্ছে, স্বার্থপর, অর্থগৃধু ও শাইলক প্রকৃতির, তারা আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের অধিকারের পরোয়া না করে টাকা গুনতে থাকে, প্রত্যেকটি টাকা গুনে গুনে তার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে থাকে এবং সপ্তাহ ও মাসের হিসেবে তা বাড়াবার ও এই বাড়তি টাকার হিসেব রাখার মধ্যে ডুবে থাকে। দ্বিতীয় ধরনের লোক হচ্ছে, আল্লাহর অনুগত, দানশীল ও মানবতার প্রতি সহানুভূতিশীল। তারা আল্লাহ ও তার বান্দার উভয়ের অধিকার সংরক্ষেণর প্রতি নজর রাখে, নিজেদের পরিশ্রমলব্ধ অর্থ দিয়ে নিজেদের চাহিদাপূরণ করে এবং অন্যদের

চাহিদা পূরণেরও ব্যবস্থা করে। আর এই সঙ্গে নিজেদের অর্থ ব্যাপকভাবে সৎকাজে ব্যয় করে। প্রথম ধরনের লোকদেরকে আল্লাহ মোটেই পছন্দ করেন না। এই ধরনের চরিত্র সম্পন্ন লোকদের সাহায্যে দুনিয়ায় কোন সৎ ও সুস্থ সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। আখেরাতেও তারা দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা ও বিপদ-মুসিবত ছাড়া আর কিছুই পাবে না। বিপরীতপক্ষে দ্বিতীয় ধরনের চরিত্র সম্পন্ন লোকদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন। তাদের সাহায্যেই দুনিয়ায় সৎ ও সুস্থ সমাজ গড়ে ওঠে এবং আখারাতে তারাই কল্যাণ ও সাফল্যের অধিকারী হয়।

অবশেষে ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য ও দান-সদকার প্রতিদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যে ব্যক্তি হালাল অর্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ সদাকাহ করবে (আল্লাহ তা ‘আলা তা কবুল করেন) এবং আল্লাহ তা‘আলা কেবল পবিত্র বস্তু কবুল করেন আর আল্লাহ তা ‘আলা তাঁর ডান হাত দ্বারা তা কবূল করেন। এরপর আল্লাহ তা ‘আলা দাতার কল্যাণার্থে তা প্রতিপালন করেন যেমন তোমাদের কেউ অশ্ব শাবক প্রতিপালন করে থাকে, অবশেষে সেই সদাক্বাহ পাহাড় সমপরিমাণ হয়ে যায়। (সহীহ বুখারী হা: ১৪১০)

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

ঈমানদারদের জন্য সুসংবাদ।